গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডাইরী নং ২২২.৩.. তারিখ ০৬/০৬/২৩

নং-১৫.৫৪.১৫০০.০৪২.৪৩.২৯২.২১.৬৭৪

তারিখঃ ২৮ জৈষ্ঠ্য ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৯ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| তারিখ | : | ২৫.০৫.২০২৩ |
| স্থান | : | সভাকক্ষ |
| সময় | : | সকাল ১১.০০টা |
| সভাপতি | : | জনাব নূর আনোয়ার হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:), বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র |
| সভায় উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার বিষয়বস্তু সকলের নিকট তুলে ধরেন। উপস্থিত সকলে ধারাবাহিকভাবে এ ধরণের আয়োজনে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অত:পর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

➢ **জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার, ২১শে পদকপ্রাপ্ত নাট্যজনঃ** জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার সভায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জেনারেল ম্যানেজার-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বহুদিন অতিবাহিত হলেও এখনো চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিজস্বতা তৈরি হয়নি। চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে যাতে দর্শক আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ভূমিকা রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সম্প্রতি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সংবাদ ও উপস্থাপনায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রে সেভাবে করা দরকার। একজন নাট্য শিল্পী হিসেবে তিনি বলেন, নাটকের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা আছে বিশেষ করে সিরিয়াল নাটকের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে গল্প তৈরি হচ্ছে না। একটি নাটকের মাধ্যমে কি বুঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। নাটকের দৃশ্যাবলী ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি এবং ভাষা ও উচ্চারণের দিকে নজর দিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নাটকের পরিকল্পনা অনেক আগে করলে ভালো হয়। সংশ্লিষ্ট নাট্যকার ধারাবাহিক নাটক ৬/৮ পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নাটকের জন্য নির্মিত সেটে খুব গাঢ় রং ব্যবহার করায় পর্দায় দৃষ্টিকটু মনে হয়। সেক্ষেত্রে বহি:দৃশ্যে চিত্রায়ন করার জন্য মতামত দেন। মঞ্চ নাটকে দলের এবং ব্যক্তির নাম দেয়া দরকার। চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বাজেট ও লোকবলের স্বল্পতা রয়েছে তা পূরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তাৎক্ষনিক কোন অনুষ্ঠান করা যায় কিনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

➢ **জনাব দিলোয়ারা ইউসুফ, সভাপতি, উত্তর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ:** চট্টগ্রাম উত্তর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব দিলোয়ারা ইউসুফ জেনারেল ম্যানেজার-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বর্তমান এবং পূর্বের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কেন্দ্র অনেক উন্নতি করেছে। তিনি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বেশি প্রচার করতে হবে। বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ততায় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার বাড়াতে হবে। একই মুখ বার বার দেখতে ভালো লাগে না বলে তিনি জানান  দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নতুন মুখ আনার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মহোদয়ের এ কেন্দ্র নিয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

➢ **জনাব সালাউদ্দিন মো: রেজা, সভাপতি, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবঃ** চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি, জনাব সেলিম রেজা বলেন, সম্প্রতি ঈদ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানগুলো নির্মিত হয়েছে তা বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র ২য় পূর্নাঙ্গ কেন্দ্র হিসেবে সংবাদে যথেষ্ট দূর্বলতা আছে। তিনি নিজেকে একজন সাংবাদিক হিসেবে বলেন, চট্টগ্রামের সংবাদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি অনুষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের দেখানো হয়। অন্যান্য অনেক বিষয় আছে যেগুলো তুলে ধরা হয়না বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংবাদ ধারণের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনাসহ প্রয়োজনে Round up system করে সংবাদের পরিকল্পনা করার জন্য বলেন। তিনি বেসরকারি চ্যানেলের মতো পত্রিকার শিরোনাম নিয়ে অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দেন। দর্শক নতুন মুখ দেখতে চায় মর্মে মন্তব্য করে তিনি বলেন, অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা বাড়াতে হবে।

➢ **জনাব তপন চক্রবর্তী, সভাপতি, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নঃ** চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, জনাব তপন চক্রবর্তী এই সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো জন্য জেনারেল ম্যানেজার-কে ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘ ৬ মাস পর বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে এ ধরণের আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত মন্তব্য করে তিনি বলেন একটি সরকারি গণমাধ্যম হিসেবে বিটিভি, সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও বর্তমান সরকারের সফলতা ও গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে মেকাপ আর্টিষ্ট এর সংখ্যা বাড়ানোসহ কাজ করার সুবিধার্থে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে জানান।

➢ **দেব দুলাল ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবঃ** কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, জনকল্যাণকর ভালো কাজগুলোই সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ। অনুষ্ঠানের মান একজন শিল্পীর পারফর্মের উপর নির্ভর করে। তাই ভালো কাজ এবং ভালো পারফরমার খুঁজে বের করতে হবে। যার যোগ্যতা আছে তাকেই সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র প্রিয় মানুষদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের মান ভালো হবে না। শিল্পী সম্মানী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মন্তব্য করেন এবং শিল্পীদের কাজের গুনগত মান তাদের নিজ উদ্যোগে উন্নত করা না যায় তাহলে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে।

➢ **জনাব আনোয়ারা আলম, উপস্থাপন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শিক্ষাবিদঃ** প্রাক্তন এই অধ্যক্ষ ও শিক্ষাবিদ বলেন তিনি ১৯৯৬সন হতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। পূর্বের বেশকিছু অনুষ্ঠানের সৃষ্টি ও সৃজনশীতা তাঁকে এখনও আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে পাহাড়ি অনুষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগতভাবে তার খুব ভালো লাগে এবং দর্শকদের মাঝেও বেশ সাড়া পাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এসকল অনুষ্ঠানের আউটডোর দৃশ্যায়ন খুবই ভালো হয়। বিশেষ করে নারী বিষয়ক যে অনুষ্ঠানগুলো করা হয় সেগুলো খুবই ভালো করছে। তবে নাটকের বিষয়বস্তু যথাযথ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, প্রযোজনা যত সৃজনশীল হবে অনুষ্ঠানের মান তত উন্নত হবে এবং দর্শক আকৃষ্ট হবে।

➢ **জনাব রাশেদ হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদঃ** খ্যাতিমান আবৃত্তি শিল্পী জনাব রাশেদ হাসান জেনারেল ম্যানেজারসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের স্ক্রীনের মান উন্নত হচ্ছে। তিনি একজন আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে বলেন, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণ জরুরি। অনেকেই আছেন যাদের উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে। অনুষ্ঠান ধারণের সময় এ বিষয়গুলোর প্রতি প্রযোজককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বলেন, অনুষ্ঠান ধারণের ১/২ দিন পূর্বে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হয়। তিনি জেনারেল ম্যানেজার ও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আবৃত্তির করার সময় আবহ সংগীত ও বহি:দৃশ্যায়ন হলে আবৃত্তি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ক্রোমা স্টুডিও নির্মাণ করাসহ প্রয়োজনে ইউটিউব থেকে Copy Right free আবহ সংগীত নেয়া যেতে পারে। এ কেন্দ্রে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে Voice রেকর্ডিং করে সম্পাদনা করতে হবে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে Sound Engineer নিয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং নবীনদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

➢ **জনাব রোকেয়া হক, রন্ধন শিল্পীঃ** বিশিষ্ট রন্ধন শিল্পী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি গুরুতারো করে বলেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বাথরুমের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান ও ওজুর ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেল ম্যানেজার-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে গাড়ির সংখ্যা বাড়াতে হবে। যাতে রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান একই স্থানে না করে বিভিন্ন স্থানে বহি:দৃশ্যে ধারণ সংখ্যা বাড়ানো যায়। জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য First Aid Box এর ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন।

➢ **জনাব ইকবাল হায়দার চৌধুরী, সংবাদ পাঠকঃ** জনাব ইকবাল হায়দার চৌধুরী জেনারেল ম্যানেজারসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌছানোই একটি গণমাধ্যমের মূল কাজ। তাই বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম সংবাদে সঠিক তথ্য যাতে উঠে আসে সেদিকে নজর দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

➢ **জনাব সুবর্ণা চৌধুরী, সহ-সভাপতি বোধন আবৃত্তি পরিষদ ও আবৃত্তি শিল্পী:** জনাব সুবর্ণা রহমান এই সভা আয়োজন এবং তাকে আমন্ত্রণ জানানের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আবৃত্তি শিল্পীদের ১/২ দিন পূর্বে জানানো হয় ফলে প্রস্তুতি নিতে অনেক সমস্যা হয়। অনেক সময় অনুষ্ঠান ধারণের আগমুহূর্তে কবিতা পরিবর্তন করা হয়। ফলে শিল্পীদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরতে হয়। তিনি বলেন অনেক সিনিয়র শিল্পী আছেন যারা ধারণের কিছু পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন এবং সময় অনেক বেশি নেন। ফলে অন্যান্য শিল্পীরা ভোগান্তিতে পড়েন। সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

➢ **জনাব নাসরিন ইসলাম, বাংলা সংবাদ পাঠিকা:** জনাব নাসরিন ইসলাম উপস্থিত সকলের ধন্যবাদ জানান। তিনি অন্যান্য সকলের বক্তব্যের সাথ একমত পোষণ করে বলেন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে শিল্পীদের জন্য আলাদা বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। তাই জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনে প্রতি তলায় বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

➢ **জনাব সৃষ্টি বড়ুয়া, ইংরেজি সংবাদ পাঠিকাঃ** সংশ্লিষ্ট ইংরেজি সংবাদ পাঠিকা জেনারেল ম্যানেজার-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ইতিপূর্বের সভার অনেক সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন হয়েছে। নিউজ স্টুডিও অনেক আধুনিক করা হয়েছে। অনেক স্বাচ্ছন্দে সংবাদ পাঠ করতে পারছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সংবাদ সংশ্লিষ্টদের আরও উন্নতি করার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্ক্রীনে ইনডোর এর মেকাপ ঠিক রয়েছে কিন্তু আউডডোর মেকাপ ঠিক থাকে না। এক্ষেত্রে যদি ক্যামেরার কোন ত্রুটি থাকে তা দূর করাসহ সংবাদ উপস্থাপনায় আরও উন্নতি করার প্রতি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

➢ **জনাব মনাসুল ইসলাম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, মিডিয়া কেয়ারঃ** জনাব মনাসুল ইসলাম সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, বেসরকারি চ্যানেলের মতো চট্টগ্রাম কেন্দ্র মার্কেটিংয়ে সুবিধা করতে পারছে না ফলে চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকদের ফোকাস হয়না। তিনি বলেন, একটি চ্যানেলের বিজ্ঞাপন অনেক সময় মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া বিজ্ঞপনের এক ধরণের দর্শক আছে। সুতরাং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ এবং প্রচারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ছোটদের অনুষ্ঠানগুলো আরও উন্নতি করতে হবে এবং আরও বেশি শিশু অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ জানান।

➢ **জনাব লুবাবা ফেরদৌস সায়কা, সংবাদ পাঠিকাঃ** জনাব লুবাবা ফেরদৌস সায়কা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আবৃত্তি শিল্পী জনাব সুবর্ণা চৌধুরীর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, অনেক সিনিয়র শিল্পী আছেন যারা অনেক সময় নেন আবার অনেকে স্পটে এসে কবিতা নির্বাচন করছেন। ফলে সময় অনেক বেশি লাগে। সকলকে সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, কোন শিল্পী ভুল করলে তাকে জানানো এবং প্রয়োজনে তাঁকে অনুষ্ঠান হতে বিরত রাখতে হবে।

## জেনারেল ম্যানেজার-এর সমাপনী বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত

সভাপতি সভায় উপস্থিত অংশীজনদের উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/সিদ্ধান্ত তুলে ধরেন:

১) বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র সরকারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। এ কেন্দ্রে দেড় ঘন্টা সম্প্রচারকালীন যে জনবল কাঠামো ছিল তা প্রায় এখনো বিদ্যমান আছে। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সকলকে অবহিত করেন যে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং বিটিভির মহাপরিচালক মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল পদায়ন/বদলী/সংযুক্তিকরণসহ কারিগরি এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এখন অনুষ্ঠান ধারণের অনেকপূর্বেই ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা অনুসারে ধারণ সিডিউল দেয়া হচ্ছে। প্রায় সকল শিল্পীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। নাটক সম্প্রচারের সময় দল ও ব্যক্তির নাম যাতে বাদ না যায় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

২) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দর্শক যাতে স্বাচ্ছন্দে উপভোগ করতে পারে সেজন্য সম্প্রতি নতুন Encoder ও Decoder সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি নান্দনিক অনুষ্ঠান নির্মাণ, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও প্রচারসহ নান্দনিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে;

৩) একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র ও ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারে যে পরিমাণ ক্যামেরা প্রয়োজন সে হিসেবে ক্যামেরার যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাহির হতে ক্যামেরা ভাড়া করতে হয়। বাহিরের ক্যামেরাম্যানের মান যথেষ্ট না হওয়ায় স্ক্রীনে বহি:দৃশ্যের দৃশ্যায়নে কিছুটা তারতম্য দেখা দেয়। চট্টগ্রাম কেন্দ্রে যে সকল চিত্রগ্রাহক আছেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

৪) একটি সরকারি গণমাধ্যম হিসেবে বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বস্তুনিষ্ট সংবাদ প্রচার করে আসছে। এখন নিয়মিত বাণিজ্যিক সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখাসহ প্রতিদিন ০১টি করে উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়। সংবাদের বুলেটিন বৃদ্ধির জন্য প্রধান কার্যালয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৈনন্দিন বিষয়বস্তু ও শিরোনাম নিয়ে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংবাদ প্রচার করা যায় কিনা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০২। সবশেষে উপস্থিত সকলের সু-চিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দর্শক চাহিদা এবং ভালো ও মানসম্মত অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নূর আনোয়ার হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)
ফোন: ০২৩৩৩৩৭৯৩০০ (অফিস)

বিতরণ:
০১। শাখা প্রধান.............................(সকল), বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।
০২। উপস্থিত স্টেকহোল্ডারবৃন্দ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
সিস্টেম এনালিস্ট
প্রোগ্রামার-১
প্রোগ্রামার-২
নথি
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
উপস্থাপন করুন
কথা বলুন
তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট